



১০- সূরা ইউনুস

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১০ আয়াত ও ১১ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম রা, এইগুলি জ্ঞান ও হিকমত-পূর্ণ কিতাবের আয়াত ।

الرَّحْمٰنُكَ اٰتِ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

৩। ইহা কি মানব জাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের নিকট আমরা ওহী করিয়াছি যে, 'তুমি মানব জাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই ওড় সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রকৃত মর্যাদা আছে।' কাফেররা বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক প্রকাশ্য যাদুকর।' ③

اَكانَ لِلنَّاسِ عِجْبًا اَنْ اَوْحٰىنا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صٰدِقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ③

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ, যিনি, আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি বাতিরেকে কেহই সৃপারিণকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? ④

اِنَّ رَبِّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدْرِىُّ الْاَمْوَءَ مَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ④

৫। তাঁহারই দিকে জোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর, তিনি উহার পুনরাবর্তন করেন যাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে ন্যায়-সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের পান করিবার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকিবে কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিত। ⑤

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۖ وَعِنْدَ اللّٰهِ حَقُّ اَنْ يُّبَدِّلَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدَهُمْ لِيُجْزٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ ۖ يَمَّا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ⑤

৬। তিনিই যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতির্বাশিষ্ট এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবাশিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মন্বিন্সমূহ নিধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُوْرًا ۚ وَذَرٰهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ النَّوْجِ وَالْحِسَابُ مَا

হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই সকল আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ্ আকাশমন্ডলে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রাখিয়াছে।

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমনোযোগী রাখিয়াছে—

৯। এই সকল লোকের আবাসস্থল হইবে আগুন—তাহাদের কর্মফলের জন্য।

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূণ্য কর্ম করিয়াছে— তাহাদের প্রভু তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে (সাক্ষাতের পথে) পরিচালিত করিবেন। নয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমুদ্র প্রবাহিত হইবে।

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে, হে আল্লাহ্। তুমি পবিত্র ও মহান এবং তাহাদের (পরস্পরের) মধ্যে সাদর সম্বন্ধ হইবে সালাম-শান্তি এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

১২। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের জন্য (তাহাদের মন্দ কর্মের ফলে) এইভাবে অকল্যাণ দানে হুঁরা করিতেন যেভাবে তাহারা কল্যাণ কামনায় হুঁরা করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (জীবনের) মিয়াদ পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। এই জন্য আমরা সেই সকল লোককে, যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহাদের ধর্মপ্রাণিতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ দিই।

১৩। এবং যখন দুঃখ-কষ্টে মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে পান্থ-দেশে (হইয়া) অথবা বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ডাকিতে থাকে, কিন্তু যখন আমরা তাহার দুঃখ-কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেই তখন সে এমনভাবে পান্থ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদিগকে কোন সময়ে ঐ কষ্ট, যাহা

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْعَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ①

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ②

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ③

أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ④

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑤

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُدُكَ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأُخْرَ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

وَلَوْ يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِجَالَ لَهُمُ بِالْخَيْرِ لَفَعَلْنَا لَهُمْ أَجَلَهُمْ فَتَدَّرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑦

وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا لِيَجْزِيَهِ أَوْفَاعُهُ ۖ أَوْفَاعِيًّا ۖ فَلَمَّا أَشْفَعْنَا عَنْهُ صَوْءَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صَوْءِهِ ۖ كَذَلِكَ يُؤْتِنُ لِلْمُتَسِفِّينَ مَا كَانُوا ۖ

তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, দূত করিবার জন্য ডাকে নাই। এই ভাবেই সীমানা-ঘনকারীদের জন্য তাহাদের কর্ম মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি, যখন তাহারা যত্নম করিয়াছিল; অথচ তাহাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনে নাই; এইভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَكَانُوا لِلْأُيُومِ مُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥﴾

১৫। অতঃপর তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়তসমূহ আবিষ্কার করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর।' তুমি বল, 'ইহা আমার জন্য সম্ভবপর কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কিছু রদবদল করি। আমার উপর যাহা ওহী করা হয় আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের শাস্তিকে ডয় করি।'

وَإِذْ نُسِطَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا وَهَّاءٌ وَتَفْهُوتٌ أَوْ يَنْهَوْنَ بِلِقَاءِ رَبِّكَ الْأُمُوتَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ لَوْلَا نَفْثُ الْكَافِرِينَ لَآتَيْنَاكَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ لَوْلَا نَفْثُ الْكَافِرِينَ لَآتَيْنَاكَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ لَوْلَا نَفْثُ الْكَافِرِينَ

১৭। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া গুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না। নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

قُلْ تَوَسَّاءُ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا ادْرَأَكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যানেম কে যে (জানিয়া বঝিয়া) আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না।

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছু ইবাদত করে যাহা তাহাদের অপকারও করে না এবং উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে উহার সংবাদ দিতেছ যে, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَشْفَعُونَ لِلَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نَجْنَهُ

সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই? তিনি পবিত্র এবং (যাহাকে তাহারা) শরীক করে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

وَنُحْلِلُ عَنْهُ يَشْرُكُونَ ⑩

২০। এবং সকল মানুষ একই উম্মত ছিল, অতঃপর তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল; বস্তুতঃ তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে যে বাক্য পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি না হইত তাহা হইত যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উহার নীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَفَلُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ بَيْنَهُمْ فِينَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑪

২১। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কেন তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? অতএব, তুমি বল, 'প্রত্যেক অদৃশ্যের জান কেবল আল্লাহরই জন্য। সূতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি?'

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ⑫

২২। এবং যখন আমরা মানুষকে, তাহাদিগকে দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর রহমতের আশ্রয় গ্রহণ করাই, তখন সহসা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটিতে আরম্ভ করে। তুমি বল, 'আল্লাহ পরিকল্পনায় সর্বাধিক দ্রুত'; নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশতা) উহা লিখিয়া রাখিতেছে তোমরা যাহার পরিকল্পনা আঁটিতেছে।

وَإِذَا أَرْفَعْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَتْنَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكُرُونَ ⑬

২৩। তিনিই তোমাদিগকে স্থানে এবং জলে পরিভ্রমণ করান, এমন কি যখন তোমরা জাহাজে অবস্থান কর এবং উহা তাহাদিগকে লইয়া মৃদুমন্দ বায়ুত্তরে চলিতে থাকে এবং উহাতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন সময় উহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝড় বায়ু বহিয়া যায় এবং সকল দিক হইতে তাহাদের উপর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা আল্লাহকে, তাঁহার প্রতি বিগ্ৰহ চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া (এই বলিয়া) ডাকে, 'যদি তুমি আমাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَاقٍ وَفُرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنْ اتَّخَذْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ⑭

২৪। অতঃপর, যেমনি তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অমনি তাহারা পৃথিবীতে অনান্যভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। হে মানবগণ! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিন্যাস

فَلَمَّا أَجَلُهُمْ إِذَا هُمْ يُنْفَخُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنشَاءً بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑮

তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের নিজের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। অতঃপর, আমাদের নিকটই তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যাহা কিছু তোমরা করিতেছিলে।

الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

২৫। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করি, অতঃপর উহার সহিত ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সংমিশ্রিত হয়, যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে, এমন কি ধরণী নিজ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার মালিকগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের পূর্ণ আয়াছে আসিয়াছে, ঠিক এমনই সময় রাত্রিকালে ঐ দিনের বেলায় উহার উপরে আমাদের আদেশ আসিয়া পড়ে; অতঃপর আমরা উহাকে এমন ভাবে কর্তিত ক্ষেত্র পরিণত করিয়া দেই যেন গতকালও এখানে কিছুই ছিল না। এইরূপে আমরা চিত্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ كُلُّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَكُنْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقُضِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾

২৬। এবং আল্লাহ্ শাস্তির আবাসের দিকে গ্রাহ্যন করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٦﴾

২৭। যাহারা উত্তম কার্য করে তাহাদের জন্য আছে উত্তম বিনিময় এবং আরও অধিক (আশিষ)। কালিমা এবং লাহুনা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। ইহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী; তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবে।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ وَجْهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

২৮। এবং যাহারা মন্দ কার্য করিবে, মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ হইবে এবং লাহুনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; তাহাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না; তাহাদের চেহারাগুলিকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে, এই সকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَاعٌ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٨﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা শিরক করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে (দাঁড়াইয়া) থাক।' অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে একে অপর হইতে পৃথক করিয়া দিব, তখন তাহাদের শরীকগণ বলিবে, 'তোমরা আদৌ আমাদের উপাসনা করিতে না;

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٩﴾

৩০। সূতরাং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম।

فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

৩১। সেখানে তখন প্রত্যেক আদ্বা যাহা কিছু কৃত-কর্ম হিসাবে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা বৃথিয়া পাইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত সবই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

هُنَالِكَ بَيَّنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ مَا اَسْلَفَتْ وَرَدُّوْا اِلَى اللّٰهِ ۚ مُوَلِّئُهُمُ الْحَيٰۤهٕ وَصَلَّ عَنْهُمْ فَاَوْثَرُوْا يُفْتَرُوْنَ ۝

৩২। তুমি বল, 'আকাশসমূহ এবং যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিস্ক দেন, অথবা কে কান এবং চক্ষুসমূহের উপর আধিপত্য রাখেন এবং কে জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ'। অতঃপর, তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিবে না?'

قُلْ مَنْ يَّرِثُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَنْ يَّرِثُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْاُمُورَ ۚ فَيَقُولُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৩৩। অতএব, ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সূতরাং সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি বাতিরেকে আর কি থাকে? কিভাবে তোমাদিগকে (সত্য হইতে) ফিরানো হইতেছে?

فَذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ السُّرُورُ ۚ فَآتَا ذَا بَدَنِ الْخَوَافِ ۝

৩৪। এইরূপে যাহারা অব্যাহা আচরণ করে তাহাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাস্য) হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' তুমি বল, 'আল্লাহই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটান! সূতরাং তোমাদিগকে কোন দিকে ফিরানো হইতেছে?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ فَاِلَى اللّٰهِ يَرْجِعُ ۚ

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীক (উপাস্য)গণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে?' তুমি বল, 'কেবল আল্লাহই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন; তাহা হইলে কি যিনি সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন তিনি অধিকতর অনুসরণ যোগ্য, না যে নিজেই পথ খুঁজিয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সে? তাহা হইলে, তোমাদের কি হইয়াছে? কিভাবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাক?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَيٰۤهٕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ لِلْحَيٰۤهٕ اَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَيٰۤهٕ اَحَقُّ اَنْ يُّنَبِّعَ اَمَنْ لَا يَّهْدِيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى فَاَلَمْ تَكُنْ مِنْ يَّوْمَئِذٍ مِّنْ اٰتِلٰتٍ ۚ

৫৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
وَنِ الْحَقُّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং এই কুরআন এমন নহে যে, আল্লাহ্ বাতীরকে অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে; বরং ইহা সত্যায়ন করে উহার যাহা ইহার পূর্বে আছে এবং ইহা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সকল ভগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? তুমি বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্ বাতীরকে যাদাদিগকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। বরং তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহাকে তাহারা (পূর্ণরূপে) জ্ঞানায়ত করে নাই, এবং ইহার (সঠিক) তাৎপর্য তাহাদের কাছে উপনীত হয় নাই। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইভাবে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অতএব, তুমি দেখ! সেই যান্নদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছিল।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে এবং কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে না এবং তোমার প্রভু বিশ্বাল্লাকারাদিগকে জানভাবে জানেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْفَاسِدِينَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বল, আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি সাহা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সেজন্য আমিও দায়ী নহি।

وَأَنْ كَذَّبَ بَكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
بِرَبِّكُمْ وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি সেই বখিরদিগকে শুনাইতে পারিবে যদিও তাহারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগায়?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ
وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৪৪। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি সেই অন্ধদিগকে স্পষ্ট দেখাইতে পারিবে যদিও তাহারা না দেখে ?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْغَنَىٰ
وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ④

৪৫। আল্লাহ্ মানুষের উপর আদৌ কোন মূল্য করেন না, বরং মানুষ নিজের উপর নিজেই মূল্য করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ
أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ⑤

৪৬। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় একত্রিত করিবেন (যে তাহারা অনুভব করিবে) যেন তাহারা দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতীত (এই দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই। তাহারা একে অপরকে চিনিয়া নইবে, যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহারা হেদায়াতগ্রহণকারীও হয় নাই, বস্তুতঃ তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

وَيَوْمَ يُعْشَرُ لَهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ
النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ⑥

৪৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি উহার কিয়দংশ যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই (তাহা হইলে তুমি দেখিয়া নইবে) অথবা যদি (ইহার পূর্বে) আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, তাহা হইলে (তুমি মৃত্যুর পর ইহার যথার্থতা জানিবে); অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই নিকট, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ সেই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন।

وَأَمَّا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ وَآلِيْنَا
مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ⑦

৪৮। এবং প্রত্যেক উল্মতের জন্যই রহিয়াছে রসূল। সুতরাং যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন মূল্য করা হয় না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَقِيَّ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑧

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে (বল) কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবে।'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑨

৫০। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা বাতিরেকে আমি আমার নিজের জন্য না কোন ক্ষতি এবং না কোন লাভের ক্ষমতা রাখি প্রত্যেক উল্মতের জন্য একটি (নির্দিষ্ট) মিয়াদ রহিয়াছে। যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইয়া আসে তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।'

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ⑩

৫১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তাঁহার শাস্তি রাতে অথবা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তখন অপরাধীরা কি করিয়া উহা হইতে তড়াতাড়ি (দৌড়াইয়া) পলায়ন করিবে ?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا
يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ⑪

৫২। তবে কি যখন ইহা ঘটিয়া যাইবে তখন তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিবে? কি (তোমরা) এখন (ঈমান আনিতেছ)?! অথচ তোমরা (ইহার পূর্বে) ইহা তাড়াতাড়ি আগমনের কামনা করিতেছিলে?'

أَتَمَرُ إِذَا مَا وَقَعَ امْتَنَمَ بِهِ النَّاسُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। অতঃপর, যাহারা য়ুম্ম করিতেছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি উপভোগ কর। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি সত্য? তুমি বল, 'হাঁ, আমার প্রভুর শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য; এবং তোমরা ইহা বার্থ করিতে পারিবে না।

وَيَسْتَكْبِرُونَ أَنتَ حَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যদি পৃথিবীই সব কিছুই প্রত্যেক যালেম ব্যক্তির স্বহাধীনে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের মনশাপ গোপন করিবে। এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন য়ুম্ম করা হইবে না।

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَعَدَتْ بِهِ ۖ وَاسْرَوْا النَّدَامَةَ لَنَا ۖ وَارْأُوا الْعَذَابَ ۖ وَخِصِّمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সমুদ্র রাখ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহর। শুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

إِلَّا إِنْ يَنْتَهِى اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে এক উপদেশ এবং বক্তৃৎসমূহে যাহা কিছু (বাধি) আছে উহার জন্য আরোপা এবং মো'মেনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তুমি বল, '(এই সব কিছু) আল্লাহর ফযলে ও তাঁহার রহমতে হইয়াছে; সুতরাং এই জন্য তাহাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেমনা) তাহারা যাহা জমা করিতেছে উহার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।'

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবনোপকরণ অবতীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহার মধ্যে (কতককে) হারাম করিয়াছ এবং

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلْ اللَّهُ إِنَّ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ

(কতককে) হালান করিয়াছ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতেছ?'

تَفْتَرُونَ ①

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ①

৬২। এবং তুমি যে কোন কাজে (বাস্তু) থাক না কেন এবং তাহার তরফ হইতে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা উহাতে মুগ্ধ থাক। এবং তোমার প্রভুর দৃষ্টি হইতে পরমাণু পরিমাণ বস্তুও না পৃথিবীতে গোপন আছে, না আকাশে, এবং না উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না উহা অপেক্ষা বৃহত্তর এমন কোন বস্তু আছে যাহা এক উজ্জ্বল কিতাবে (উল্লিখিত) নাই।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ②

৬৩। মনযোগ দিয়া ওন! নিশ্চয় আল্লাহ্র বন্ধু যাহারা— তাহাদের না কোন ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে—

إِنَّا إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ③

৬৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সদা) তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে—

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ④

৬৫। তাহাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও— আল্লাহ্র কথার কোন পরিবর্তন নাই— ইহাই পরম সফলতা।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

৬৬। এবং তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। নিশ্চয় সকল সম্মান, শক্তি আল্লাহ্র। তিনি সব প্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥

৬৭। মনযোগ দিয়া ওন! যে কেহ আকাশমণ্ডলে আছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্রই। এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তাহারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর চলে।

إِنَّا إِنَّا لِلَّهِ مِنْ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشْعُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ إِن يَشْعُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑦

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাগিকে (অন্ধকার করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিতে

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَالتَّهَامُ

পার এবং দিবসকে করিয়াছেন আলোকময় (যেন তোমরা কাজকর্ম করিতে পার)। নিশ্চয় ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা (ঐশী আব্বান) গ্রহণ করে ৮

৬৯। তাহারা বনে, 'আল্লাহ পুত্র-সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' পবিত্র তিনি! তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তাহারই। তোমাদের নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলিতেছ যাহার সম্বন্ধ তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

৭০। তুমি বল, 'যাহারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা আসে সফলকাম হয় না।'

৭১। দুনিয়ায় (তাহাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী) ভোগ-সামগ্রী আছে। অতঃপর, তাহাদিগকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সেই হেতু আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করাইব।

৭২। এবং তুমি তাহাদিগকে নূহের রূডান্ত বর্ণনা কর, যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! যদি আমার মর্যাদা ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা (তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া তোমাদের জন্য অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর উপরই আমি নির্ভর করি; অতএব তোমাদের (সকল) পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের (কল্পিত) শব্দগণকে একত্রিত কর, এবং তোমাদের কর্তব্য বিষয় যেন তোমাদের নিকট (কোন ভাবে) অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর তোমরা উহা আমার বিরুদ্ধে কার্যকরী কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

৭৩। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান আল্লাহরই নিকট, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি (তাহারই নিকট) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

৭৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নোকায আরোহী ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এবং

مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

قُلْ إِنَّ الدِّينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذَرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

وَأَنذَرْتَهُمْ نَارًا تُوقَعُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يُقْرَبُ ۚ كَانَ كَبِيرًا ۚ عَلَيَكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرُنِي بِأَيْتِ اللَّهِ فَفَعَلَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غِنَةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ مَّا سَأَلْتُمْ مِنْ أَخِي ۚ إِنَّ أَخِي الْأَعْمَى عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَلُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

كَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ حَلِيفًا وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْظِرْ كَيْفَ

তাহাদিগকে আমরা পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম। অতএব, তুমি লক্ষ্য কর, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ ⑥

৭৫। অতঃপর, আমরা তাহার পরে বহু রসূল তাহাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা পূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই হেতু তাহারা তাহাদের উপরে ঈমান আনে নাই। এইভাবেই আমরা সীমানংঘনকারীদের হাদয়ের উপর মোহরাক্ষিত করিয়া দিই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِهِمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ نَطْغِي عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ ⑥

৭৬। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট মূসা এবং হারুনকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল। বস্তুতঃ তাহারা অপরাধপরায়ণ জাতি ছিল।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكَةٍ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ⑥

৭৭। অতঃপর, যখন আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা এক স্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيْسَ خَيْرٌ
مِمَّا يُمِينُونَ ⑦

৭৮। মূসা বলিল, 'তোমরা কি সত্য সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছ, যখন ইহা তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে? ইহা কি যাদু হইতে পারে? অথচ যাদুকরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ لِأَحْيَاكُمْ أَتَعْجَبُونَ هَذَا
وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِدُونَ ⑧

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জনা আসিয়াছ যেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে আমরা যাহার উপর পাইয়াছি উহা হইতে তুমি আমাদেরকে সরাইয়া দাও, এবং যেন দেশে তোমাদের উভয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়? কিন্তু আমরা তোমাদের উপর কখনও ঈমান আনিব না।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَنْقُتَكَ عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَ
تَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خِفْنَا لَكُمْ
شَيْئًا ⑨

৮০। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা প্রত্যেক সন্দেহ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়া আস।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوْفُوا كُلَّ خَيْرٍ عَلَيْهِمْ ⑩

৮১। অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসিল, তখন মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের সাহা কিছু নিষ্ক্ষেপ করিবার আছে, নিষ্ক্ষেপ কর।'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
مُلْقُونَ ⑪

৮২। এবং যখন তাহারা নিষ্ক্রেপ করিল, মুসা বলিল, 'তোমরা যাহা পেশ করিয়াছ ইহা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না।

فَلَمَّا أَفْلَحُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ⑧

৮
[১২]
১৩

৮৩। এবং আল্লাহ্ নিজ কালানাম সমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ ইহাকে অপসন্দ করে।'

وَيُخَيِّئُ اللَّهُ الْحَيَاةَ بِلَيْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑨

৮৪। তখন ফেরাউন এবং তাহার (জাতির) প্রধানগণের ভয়ে যে, তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতন করিবে, মুসার উপর কেবল তাহার জাতির কতিপয় যুবক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঈমান আনে নাই। এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন হেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল এবং নিশ্চয় সে সীমানাঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

فَمَا أَمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِكَهُمْ وَإِنْ فِرْعَوْنُ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ السُّرِفِينَ ⑩

৮৫। এবং মুসা বলিল, 'হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা (সত্যিকারভাবে তাহার ইচ্ছার উপর) আত্মসমর্পণকারী হইয়া থাক।'

وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ⑪

৮৬। অতঃপর, তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না;

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمٍ الظَّالِمِينَ ⑫

৮৭। এবং আমাদেরকে তুমি নিজ রহমতে কাফের জাতির (অত্যাচারের হাত) হইতে উদ্ধার কর।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ⑬

৮৮। এবং আমরা মুসা এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরে (কতকগুলি) ঘরের স্থান নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর এবং নামায কায়েম কর। এবং মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও।

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑭

১৫
[১২]
১৬

৮৯। এবং মুসা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণকে এই পার্থিব জীবনের জাঁকজমক এবং ধন-সম্পদ দিয়াছ; ফলে, হে আমাদের প্রভু! তাহারা (লোকদিগকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; হে আমাদের প্রভু! তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দাও যেন তাহারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।'

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طُغِيَ عَلَى آمَالِهِمْ وَاشْتَدَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑮

ইয়া'আযিরুনা-১১

৯০। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের উদ্ধারের দেরী কবর করা হইল। অতএব, তোমারা সূদূত্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তাহারা জানে না তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।'

৯১। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে উলাম, তখন ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদল অনায়াসভাবে ও গল্পতাকারে তাহাদের পশ্চাৎদাবন করিল, এমনকি যখন সে তুলিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে বলিল, 'আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব বাতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, তাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে। এবং আমি আত্মসমপর্ণকারীদের অস্থভূত হইলাম।'

৯২। কি! এখন! অতঃ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করিয়াছিলে এবং বিশ্বাসাঙ্গিকারীদের অস্থভূত ছিলে।

৯৩। অতএব, আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দ্বারা ইরক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হও। এবং নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গোফন।

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করাইয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট রিম্বক দান করিয়াছিলাম, অতঃপর যখনই তাহাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসিল, তখন তাহারা মতঃভেদ করিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে।

৯৫। অতএব, যদি তুমি উহা সম্বন্ধে সন্দেহ থাক যাহা আমরা তোমার নিকট নাথেন করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার প্রভুর সম্বন্ধে হইতে পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; অতএব, তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অস্থভূত হইও না।

৯৬। এবং তুমি কখনও তাহাদের অস্থভূত হইও না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অস্থভূত হইয়া যাইবে।

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রভুর (শাস্তির) আদেশ জারী হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَجِبَا وَلَا تَلْمِزْهُمَا
سَيِّئَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ①

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنُ
وَجُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا خَشِيَ إِذَا أُرْكِلَهُ الْعُرْقُ قَالَ
أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ
وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ②

الْحَىٰ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْفَاسِقِينَ ③

فَالْيَوْمَ نُنْفِيكَ بِبَدَنِكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ④

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَازِئِدِي وَوَرَّرْنَا لَهُمْ
مِنَ الظِّبْيَةِ مِمَّا اخْتَلَفُوا خَشِيَ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ⑤

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ
يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكَرِينَ ⑥

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑦

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَذِبَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑧

১৮। এমন কি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও (তাহারা ঈমান আনিবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখিবে।

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ خَرُّوا الْعَذَابَ الْآلِيمَ ①

১৯। অতএব, ইউনুসের সম্প্রদায় বাতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় নাই যাহারা সকলেই ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত? যখন তাহারা সকলেই ঈমান আনিত তখন আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাল্লাভজনক শাস্তি দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সন্তোষের উপকরণ দিয়াছিলাম।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِنِّي سَأَهَا إِلَّا قَوْمٌ يَؤُسُونَ لَأَنصُرُنَاكَ بَشَرًا لَّكُفْنَا عَنْهُمْ وَعَادُوا بِخُرُوبِهِمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَأْتِيهِمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى جِوْنٍ ②

১০০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সূত্রাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③

১০১। এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না। এবং তিনি তাহার ক্রোধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বৃদ্ধি খাটায় না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفِّيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الْإِنْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ④

১০২। তুমি বল, 'লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে।' কিন্তু যে ভ্রাতী ঈমান আনিবে না, নিশর্দানবলী এবং সতর্কবাণীসমূহ তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

قُلْ أَنْظَرُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤

১০৩। তবে কি তাহারা কেবল ঐ সকল লোকের দিনগুলির অপেক্ষা করিতেছে যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমি ও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।'

فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ النَّاتِلِينَ ⑥

১০৪। তখন আমরা আমাদের রসুলগণ এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। এই ভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি যে, আমরা মো'মেনদিগকে অবশ্যই উদ্ধার করি।

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ۚ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ⑦

১০৫। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহ থাক, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর আমি তাহাদের ইবাদত করি না, বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত কর যিনি

قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হই;

اعْبُدِ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১০৬। এবং আল্লাহর এই আদেশ তোমাদের নিকট পৌছাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। যে, তুমি তোমার মুখমস্তকে (সর্বদা) একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে সংস্থাপন কর এবং তুমি কখনও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الشَّارِكِينَ ۝

১০৭। এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ডাকিও না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না এবং ক্ষতিও করিতে পারে না, কারণ যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যানেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ
إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৮। এবং যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কেহ উহার মোচনকারী নাই এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার ক্ষয়কে রদ করিবার কেহ নাই। তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَنْ يَنْسَنَكَ اللَّهُ بَعْضَ مَا كَاشَفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَ
إِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব মস্তকী ! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যে কেহ হেদায়াত গ্রহণ করিবে সে তাহা তাহার নিজের আখ্যার জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করিবে, এবং যে কেহ পথভ্রষ্ট হইবে, সে তাহা পথভ্রষ্ট হইবে নিজের (ধর্ম)ের জন্যই, এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নহি।'

قُلْ نَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ الْكُفْرُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ
اهْتَدَى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا
بِضَلِّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

১১০। তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় তুমি উহার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ বিচার করেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝